Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 353 - 361
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কারা যাপনের ইতিবৃত্ত ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী : প্রসঙ্গ জয়া মিত্রের ‘হন্যমান’

বল্লরী মুখার্জ্জী
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : ballarimukherjee7843@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
party workers, political prisoners, women, women's prisons, Naxal movement.

Abstract

Author Jaya Mitra is a well-known figure in Bengali literature (1950-). In 20th-century Bengali literature, Jayamitra first appeared in the 1980s. her practicality and sense of life are very sharp, and she writes with sensitivity. ''All practical experience is written together and the author – the construction of both'', the author states.

An Influential development in India's social and political history was the peasant movement, which began in the West Bengali region of Naxalbari in the seventh decade of the 20th century. The Naxalite movement is the name of the movement that began when young intellectuals and urban students joined forces to declare jihad against parliamentary politics.

Numerous authors and poets were connected to the Naxalite movement either directly or indirectly. As a result, numerous literary poems, tales, and novels have been created that center on the movement. Jaya Mitra was a direct participant in the movement and was imprisoned in West Bengal for four and a half years during the 1970s. Kashaldharmi wrote novels and stories based on his own experiences living in prison.

In his writing, a variety of real-world encounters are mentioned at life's turns. In the turbulent 1970s, Uttal was imprisoned without trial for an extended period of time due to his affiliation with the Naxalite movement within the political Communist Party, despite the country's modern ideals of self-sacrifice for its citizens. Hanyaman, his memoir about his experiences in prison, was awarded the Anand Award. "The present book is not really a memoir of his personal life, but an immense expression of the meaning of the entire human background beyond the limits of individual suffering," Amitabh Gupta says about his 1994 film "Hanyaman."

Every page of Hanyaman details the ways in which women participated in the Naxal movement, either directly or indirectly. These women's stories—Ganga, Jayalakshmi, Maya, Hanifa, Itwari—are about life behind bars. Stories about Bapidi, Mala, and Maina are also included. How did each of these women become a criminal or end up in prison? Some of them went years

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

without facing any consequences. According to eyewitness writer Jaya Mitra, although our perception of jails varies from the outside, life inside is very different and, to put it mildly, frightening. You can never imagine if you do not spend a lifetime behind bars.

Discussion

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন জয়া মিত্র (১৯৫০)। বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি প্রবেশ করেন বিশ শতকের আশির দশকে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি কলম ধরেছেন, লিখেছেন— কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রভৃতি। একজন সাহিত্যিক পরিবেশকর্মী তথা সমাজকর্মী হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যে বাস্তববোধ অত্যন্ত প্রখর। সমকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত আদর্শ এবং দেশের মানুষের জন্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে উত্তাল সত্তরের দশকে রাজনৈতিক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে কারাবন্দি ছিলেন তাঁর কারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা নকশাল আন্দোলনের উপন্যাস ও গল্পগুলিতে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারী ভাষ্যে নকশাল আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ শতকের সপ্তম দশকে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি এলাকায় যে কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয় তা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এই বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী গোষ্ঠীর সিপিআইএম এর বিভক্ত গোষ্ঠী সিপিআইএম-এল। যার অন্যতম নেতা চারু মজুমদার ও কানু সান্যাল। তারা মনে করেছিলেন যেদিন শ্রমিক এবং কৃষকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করবে সেদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। আর এই আন্দোলনে শহরের ছাত্র-যুবক বুদ্ধিজীবীদের যুক্ত করে এবং সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তা নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত। নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে অনিল আচার্য বলেছেন—

> “আলো অন্ধকারের এই সত্তর দশক তাই বারবার আমাদের ভাবায় রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার যত তীব্র হয় যত বাড়ে অত্যাচার, নির্মম হত্যা ও গণহত্যা সত্তর দশক চলে আসে দৃষ্টান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে।”[১]

তাই বর্তমান সময়েও নকশাল আন্দোলন বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়। এই আন্দোলনের ফলে সত্তর দশকে সামাজিক ক্ষেত্রে যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল সেই নকশাল আন্দোলনে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তেমনি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য যথা- কবিতা, গল্প ও উপন্যাস। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যিকের উপন্যাসগুলি হল- সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ (১৯৮২), মহেশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ (১৯৭৪), তপোবিজয় ঘোষের ‘সামনে লড়াই’ (১৯৭১), সমরেশ বসুর ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ (১৯৭৪), দিব্যেন্দু পালিতের ‘সহযোদ্ধা’ (১৯৮৪), শৈবাল মিত্রের ‘অজ্ঞাতবাস’ (১৯৮২) প্রভৃতি। কিন্তু বলা যায় আমার আলোচ্য জয়া মিত্রের ‘হন্যমান’ (১৯৯৪) বাংলা কথা সাহিত্যের নকশাল আন্দোলনের ধারায় এখন অভিনব সংযোজন।

জয়া মিত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দী অবস্থায় সাড়ে চার বছর কাটিয়েছেন। সাড়ে চার বছরের জেল জীবনের অভিজ্ঞতা কয়েদিদের জেল জীবনের সমান্তরালে মিশিয়ে তৈরি করেছেন হন্যমানের মতো এক নিটোল উপন্যাস। জেল জীবনের অজ্ঞাত তথ্য যা দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় তা উঠে এসেছে লেখকের কলমে। এই জেল জীবনে বিভিন্ন নারীর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা ‘হন্যমানে’র প্রতিটি পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। প্রত্যেকটি নারীর জীবনে কিভাবে জেল জীবন এসে পড়েছে অথবা কিভাবে সে অপরাধী হয়ে উঠেছে অথবা কেউ বিনা অপরাধে বন্দী হয়েছে অথবা কেউ বিনা বিচারে থেকে গেছে বছরের পর বছর তাদের অতি বাস্তব কথা জয়া মিত্র সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। সংগত কারণে অমিতাভ গুপ্ত ‘হন্যমান’ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বর্তমান গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে তার ব্যক্তিগত বন্দী জীবনের স্মৃতি মাত্র নয় ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণার সীমাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মানব পটভূমির আর্তির অপরিসীমে ব্যক্ত হয়েছে এর সংকেত। জেলের যে প্রাচীরটি দেখতে সাধারণত আমরা অভ্যস্ত তার হিংস্র ছায়ার ভিতর ও বাইরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে আমরা জানি। তবু ভেতরের দিকের ছায়ার হিংস্রতার যে প্রকট রূপ তারই অভিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি চরিত্র এসেছে গ্রন্থে। হয়তো তারা আবার মিলে গিয়েছে আমাদের প্রতি মুহূর্তের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শৃঙ্খলের দৃঢ়তায়।"[২]

'হন্যমান' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে লেখক এর কোর্টে হাজিরার পর অর্ধচৈতন্য অবস্থায় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটির সূচনাতে রয়েছে—

> "গেট দিয়ে স্ট্র্যাচারটা বেরোলো। এটা থানা না হাসপাতাল না আমার শহরের ছোট জেল, মনে করতে পারিনা। সকালবেলা কোর্ট নিয়ে যাবার সময় থানার একজন অফিসার বলেছিলেন, মনে রাখবেন— থানায় কিন্তু আমরা আপনার সাথে কোন রকম খারাপ ব্যবহার করিনি। গাড়ির পাশটায় থুথু ফেলেছিলাম তাতে তখনও রক্তের ছোপ।"[৩]

অর্থাৎ বলা যায় সত্তরের দশকে এই আন্দোলনকে সীমিত করতে নকশাল পন্থীদের উপর ব্যাপক পুলিশি নির্যাতন চালানো হতো। মহেশ্বেতা দেবীর পুত্র নবারুন ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের উত্তরাধিকার নিয়ে লেখা নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'খোচর' গল্পে পুলিশের নির্যাতনের নির্মম অত্যাচারের চিত্র বর্ণনা করেছেন—

> "দাউস ভ্যানটা এগিয়ে এসেছিল দরজায় দুটো পাল্লা হাঁ হয়ে আছে। ও দরজায় পাশে দাঁড়িয়ে লাস ওঠাতে বলে হাতটা ধরে উঁচু করে ঝুলিয়ে একজন ভ্যানের মধ্যে ঢুকে যায়। মাথাটা একবার ঠুকে যায় পা দানিতে পা গুলো বাইরে বেরিয়ে ছিল ভেতর থেকে টেনে টানার ফলে অন্ধকারে ঢুকে যায় মৃতদেহ। এক পায়ে চটি ছিল না। খুন! লাশ চুরি! সারাটা রাস্তা ফোঁটা ফোঁটা রক্তাক্ত! রক্ত মৃতদেহ।"[৪]

তৎকালীন সরকার এই আন্দোলনকে সর্বস্তর থেকে দমন করতে চেয়েছিল যার পরিচয় বিভিন্ন গল্প, উপন্যাসে চিত্রিত হয়ে আছে। রাজনৈতিক পার্টি কর্মীদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হত তার কথা সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি' গল্পের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। তিনি লালবাজার জেলে প্রবেশের পর এক ঘরের মধ্যে এক দৃশ্য দেখেন—

> "লোকটা কী স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য ওকে মারছে? ... কারণ একটা কালো কম্বল টেবিল থেকে মেঝেতে লুটোতে দেখলাম আর কম্বল জড়িয়ে মারার পদ্ধতি কলকাতা পুলিশের আছে শুনেছি তাতে দেহে দাগ হয় না অথচ প্রহার ও পীড়নের সুবিধা হয়। বন্দীর আঘাত কি খুব বেশি হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিল?"[৫]

তেমনি কথককে স্বীকারোক্তির জন্য বারবার বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত—

> "মিহিরের লায়ার চিৎকারটা আমার কানের কাছে বেজে উঠবার আগে টেবিলের ওপর কম্বলটা নড়ে উঠল, ভেতরের ডান্ডাসহ সেটা একটা মোটা থাবায় উঠলো এবং মোটা গাঙানো স্বরের কি একটা কথার সঙ্গে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কী শুনতে পেলাম বুঝলাম না, খালি বললাম, আমি জানিনা। তারপর...."[৬]

অর্থাৎ পার্টি কর্মীদের পরিচয় ও তাদের দলের পরিচয় নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক বন্দিদের কিরূপ নির্মম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হত তার কথা 'স্বীকারোক্তি' গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুধু রাজনৈতিক বন্দী নয় তাদের পরিবারের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হত এমনকি হত্যাও করা হত। ঝুমা একজন রাজনৈতিক পার্টি কর্মী তাকে না পেয়ে তার বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। লেখক বলেছেন—

> "ঝুমা ধরা পড়ার সপ্তাহখানেক আগে মেয়েকে না পেয়ে সপ্তমীর দিন ঝুমার শান্ত স্বভাব বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল খাকিরা। একাদশীর দিন মৃতদেহ ফেরত দিয়ে গিয়েছে।"[৭]

শুধুমাত্র পার্টি কর্মী নয় তাদের সাথে সংযুক্ত যে কোন মানুষকে পুলিশের হিংস্রতার শিকার হতে হয়েছে। তবুও বলা যায়, সমস্ত মানুষ কৃষক, শ্রমিক থেকে পরিবার সবাই এক হয়ে এই আন্দোলনের সার্থকতা চেয়েছিল। ডালিয়া যার কেস সেশান কোর্টে উঠেছে। তার পারিবারিক অবস্থা নিতান্ত করুন ছোট ভাই মারা গিয়েছে, বাবা শোকোতপ্ত হয়ে দোকানের লাইসেন্স হারিয়ে ফেলেছেন। মা সিদুঁর কৌটোতে রং করে সংসার চালাচ্ছেন। তবুও এই বিধ্বস্ত অবস্থার কথা মেয়েকে জানাননি। সর্বোপরি এক সৎ পার্টি কর্মীর ছায়া মেয়ের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন এবং আন্দোলনের সার্থকতা চেয়েছেন তাই মেয়েকে দেখতে এসে মায়ের প্রশ্ন—

> "বহু বিপর্যয়ের পর লালবাজার থেকে লক-আপে মেয়ের ক্ষতবিক্ষত মুখ কান গলা দেখেও এই মা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন কাউকে ধরিয়ে দাও নি তো?"[৮]

এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল শহর থেকে গ্রামে এবং সমস্ত মানুষ এই আন্দোলনে সহায়তা করেছিল। বিড়ি শ্রমিকের পুত্র দিলীপ কিভাবে বর্ষণ মুখর রাত্রে লেখককে পালানোর সহায়তা করার জন্য পাখির পায়ের মত পিঠের উপর নিজের শরীরের আড়াল করে ইটটা নিয়েছিল এবং পরে দেখা গিয়েছিল দিলীপের জীর্ণ শার্টের মাঝখানে রক্ত ফুটে উঠতে। স্নেহ মায়ায় পরিপূর্ণ ভাই দিদির সাথে দেখা করতে এসেছিল বর্ষার রাত্রে অন্ধকারে। মিটিং-এর পরে কিন্তু দেখা হয়েছিল জেলের উজ্জ্বল আলোয়। দিলীপের সাথে দেখা হওয়ার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন—

> "গভীর ঘুম থেকে টেনে তুলেই আচমকা মেরেছে, তখনও সদ্য ঘুম ভাঙা কেমন একটা বিস্ময় জড়িয়ে আছে চোখে। যে একটা চোখ খোলা আছে সেটায়, অন্যটা কপালের রক্তে আর ফোলায় বুজে গিয়েছে।"[৯]

অর্থাৎ আমরা দেখেছি নকশাল আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি কি ভীষণ নির্মম ভাবে অত্যাচার চালানো হত। মায়া চট্টোপাধ্যায় নকশাল আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনায় সর্বস্তরের মানুষের কথা, বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের মানুষের কথা নকশাল আন্দোলনে তাদের ভূমিকার কথা বলেছেন—

> "অনেক কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই আসল কথাটাই জানানো হচ্ছে না কত হাজার হাজার প্রাণ, তখনকার প্রশাসনের হাতে কি নির্মম, নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। কত হাজার হাজার ছেলে গ্রামগঞ্জে পুলিশের নিযুক্ত শিকারী কুকুর গোয়েন্দাদের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। গ্রামগঞ্জের সাধারণ অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে পুরুষের দল সেইসব ছেলেদের সন্তান স্নেহে নিজেদের অভুক্ত রেখে তাদের খাইয়েছে রাতের পর রাত জেগে তাদের পাহারা দিয়েছে, নিজেদের সংসার বিপন্ন করেও স্নেহে শ্রদ্ধায় তাদের জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে।"[১০]

আবার উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় পাপু নামের এক মেয়ের কথা সে কোন পার্টি কর্মী নয়। তবে শুধুমাত্র তারুণ্যের কারণে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়। তার ওপর যে অভিযোগ করা হচ্ছিল বা যে তথ্য জানতে চাওয়া হচ্ছিল তার কোনটাই সে বুঝতে পারছিল না। ছেঁকা খাওয়া মুখ, কাটা ঠোঁটেও যখন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তখন আরো তীব্র নির্যাতনের মাধ্যমে সঠিক উত্তর আদায়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশের গুহা পি সি তে। উপন্যাসে রয়েছে এরপর পাপুকে যখন ফেরৎ পাওয়া যায় তার চিত্র—

> "আর পনেরো দিন পর সেই ভয় পাওয়া নরম মেয়েটি ফেরত আসে থেঁতো হয়ে যাওয়া একটা মৃতপ্রায় শরীর হয়ে, যাকে জেলার নিতে চাননি মৃতদেহ ভেবে।"[১১]

অথচ পাপু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও তার তারুণ্যের জন্য সে অপরাধী হয়েছে এবং পুলিশের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

জয়া মিত্রের 'হন্যমান' উপন্যাসে শুধু নকশাল আন্দোলনের কথাই নয়, নারীর সাথে ঘটে যাওয়া নির্যাতন এছাড়া নারী কিভাবে তাদের পরিবার স্বামী ও সমাজের কাছে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে উঠেছে সেই জীবন ও যন্ত্রণার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসের মধ্যে। মেদিনীপুর জেলের গঙ্গার কথা বর্ণনায় লেখক বলেছেন গঙ্গা রাজনৈতিক পার্টিকর্মীকে নিজের ঘরে থাকার জায়গা দিয়েছিল এবং একজন সুদখোরকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছে এটা তার বন্দী জীবনের পরিচয়। তবে সামাজিক জীবনে সে কোন সম্মান ও ভালোবাসা পায়নি। বরঞ্চ তার স্বামীর পরিচয় দিলে বলা যায়—

> "ওর স্বামী অত্যন্ত নিজ স্বভাবের লোক বিয়ের পরপরেই গঙ্গা আবিষ্কার করে নিজের ভাগ্নীর সাথে সংসর্গিত লোকটি। একই ঘরে তাদের দু'জনের সঙ্গে রাত কাটাতে হয় গঙ্গাকে কতদিন। সে অপমানের প্রতিবাদ করা যে ওর অধিকার জানত না। স্বামীকে মেনে নিতে হয় এই তো জেনেছে পিঠময় কঞ্চির দাগ নিয়ে। ভাগ্নীই একমাত্র নয় নারী মাংস সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সাত বছরের জেল হয়েছে লোকটির।"[১২]

নারীলোলুপ এই স্বামীর সঙ্গে গঙ্গাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে অথচ কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি সে। শুধু চারিত্রিক ত্রুটি নয় নারীকে সে নির্যাতন করেছে অথচ সত্তরের দশকে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে তার কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। বলা যায় সে জানতো না যে প্রতিবাদ তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। আবার গঙ্গাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য জেলার তার স্বামীকে দায়িত্ব দেন। যার মধ্যে কোন দিশা নেই, যে নারী মাংস খাদক, যে নারীকে নির্যাতন করে সে যদি পথ দেখায় তবে গঙ্গার পথভ্রষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। লেখক এই বর্বর পুরুষেরা কিভাবে নারী নির্যাতন করেছে তার দিকটি যেমন দেখিয়েছেন তেমনি প্রান্তিক সমাজে বশবর্তী এই নারীরা যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে তার কথা অতি সুক্ষ্ম ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

মেদিনীপুর জেলের জয়লক্ষীর ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া আরও পাঁচটা মেয়ের মত হলেও কিছুটা ব্যতিক্রমী। জয়লক্ষী দিনহীন পুরোহিতের মেয়ে যৌতুকের বিনিময়ে তার বিয়ে হয় কুন্ডা এয়ারোসের কোন নিম্ন শ্রেণীর কর্মীর সঙ্গে। যৌতুকের না দেওয়ায় প্রতিদিনের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে জয়লক্ষীকে। লেখক জয়লক্ষীর কথা বর্ণনায় বলেছেন—

> "জয়লক্ষীর ইতিহাসে নতুন যেটুকু, তা হলো ওকে বাড়িতে রেখে, তীর্থভ্রমণের নামে শাশুড়ির এবং আট মাসের মেয়ে কোলে নিয়ে ব্যাগের কিছু জামা কাপড় ধোপাবাড়ি দিয়ে আসার নামে স্বামীর অন্তর্ধান। শূন্য বাড়ির উদ্বেগ-আশংকা-প্রতীক্ষা আগলে তিনদিন বসে থাকা, চতুর্থ দিনে রাস্তায় নেমে কলাইকুন্ডা যাওয়ার পথে খোঁজ করতে করতে ধর্ষিতা হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা। অবশেষে পুলিশের হেফাজতে মেদিনীপুর জেল।"[১৩]

জয়লক্ষী সমাজের এই রূপের সঙ্গে সঙ্গে বারবার সংঘাত হয়েছে। কখনো যৌতুকের জন্য তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। আবার সে স্বামী শ্বশুর বাড়ির দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে এমনকি আট মাসের দুধের শিশুটিকে পর্যন্ত মায়ের কোলশূন্য করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় শেষপর্যন্ত সে ধর্ষিত হয়েছে। এই সমাজের কাছে জয়লক্ষী পেয়েছে নারী জীবনের চরমতম অভিশাপ, অবমাননা, অসম্মান। সমাজের এই কলুষিত বিভৎষ রূপের প্রতি লেখকের ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। তাই 'হন্যমানে'র প্রতিটি বাক্যে উচ্চারিত হয়েছে সমস্ত নারীর হয়ে।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুধু তাই নয় এমন কত মেয়ের কথা রয়েছে হন্যমানে, যেখানে নিজের বাবা তার মেয়েকে বিক্রি করে দেয় কিছু টাকার বিনিময়ে। লেখক বলেছেন—

> "বাবা আবার মেয়েকে বিক্রি করে? করে না! মায়ার চেয়ে ভালো কে জানে! বাংলাদেশের যুদ্ধের আগে এদেশে এসেছে ওরা। ওর বাবা দু'শ টাকায় মায়াকে বিক্রি করেছিল যে লোকটার কাছে তার ছেলেমেয়ে মায়ার চেয়ে বড়। রাত্রে সেই লোক আর দিনে তার অনুপস্থিতিতে তার ছেলে নিয়মিত ব্যবহার করেছে মায়াকে।"[১৪]

তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি প্রশ্ন জাগে মেয়েরা কি ব্যবহারের সামগ্রী? আর তার বাবা কোন অধিকারে তাকে বিক্রি করে? একটি মেয়ে কি পণ্যের সামগ্রী যে মেয়ে একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করে, যে নারী সন্তানের জন্ম দেয় সেই নারীদের এই সমাজ এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বারবার অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, নিপীড়ন করে। তাই বলা যায় 'হন্যমান' এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ের হাতিয়ার।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই অত্যাচার অনাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছু নারী প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। খুন করে জেল জীবনের গণ্ডীকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু অত্যাচারকে নিজেদের জীবনের একমাত্র প্রাপ্য বলে মেনে নেয়নি। এমন অনেক নারীর কথা জয়া মিত্র সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন এই খুনের পিছনে তাদের কতটা চরমতম অত্যাচার লুকিয়ে থাকে এবং তা কখন প্রতিবাদের রূপ পায়। লেখকের মরমী কলমের স্পর্শে তাদের কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে 'হন্যমানে'। দার্জিলিং-এর বস্তি অঞ্চলের মেয়ে শান্তা তামাঙ্গি সে নিজের স্বামীকে হত্যা করে এসেছে। কিন্তু এই হত্যার পেছনে রয়েছে নেশাগ্রস্ত, অকর্মণ্য, স্বামীর সন্তানদের প্রতি অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা লেখক অত্যন্ত সচেতনতার সাথে শান্তার অসহায়তার কাছে এই খুনকে অতি সাধারণ করে দেখেছেন এবং সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার মাতৃত্ববোধ। কিন্তু জেলের নিয়মের কাছে মাতৃত্ববোধ তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাদের নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠুর। বাচ্চাগুলোর নখ কাটার জন্য নেলকাটার ছিল শান্তার কাছে। ওয়ার্ডার সেটার প্রতি লোভ ছিল। কিন্তু তা দিতে রাজি হয়নি এবং তাকে সার্চ করে কিছু পাওয়া যায়নি বলে শান্তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। তার শাস্তির কথা লেখক বর্ণনা করেছেন—

> "পরদিন ভোরে অন্য সব ওয়ার্ড খুলবার আগে ছুরি বের করে না দেবার অপরাধে চার আর তিন বছরের কাঁদতে ভুলে যাওয়া বাচ্চাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে তাদের মাকে বিবস্ত্র করে, হাতে শিকল বেঁধে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল একটা সেলের মধ্যে। কিছু করার ছিল না শুধু দাঁতে দাঁত চেপে। আর গারদের মধ্য দিয়ে বাচ্চাগুলোকে বুকে চেপে ধরা ছাড়া।"[১৫]

জেল কর্তৃপক্ষের নারীর প্রতি এই অবমাননা যথার্থই ঘৃণা জাগে। অপরাধের শাস্তি বিভিন্নভাবে হয় কিন্তু যেখানে বস্ত্র নারীর ভূষণ-অলংকার সেখানে নারীকে বিবস্ত করে তারা কি ধরনের পাশবিক আনন্দ লাভ করে?

শান্তবালা কুইলার কথা আমরা জানতে পারি, যে নিজের স্বামীকে শেয়ালমারা বিষ কিনে খাইয়েছিল, ফ্যান ভাত ও কাঁচা লঙ্কার সাথে অথচ এর পেছনে রয়েছে শান্তবালার দীর্ঘদিনের অবহেলা ও নির্যাতনের ইতিহাস। লেখক বলেছেন—

> "তেরো বছর ধরে নিরন্তন মার খেতে খেতেই এগারোটা ছেলে মেয়ের মা"[১৬]

এবং তাদের মধ্যে জীবিত সাতটি সন্তানের খাদ্যের সংস্থান করার দায়িত্ব শান্তবালার। এবং শেষ পর্যন্ত অত্যাচারিত জীবন থেকে চিরমুক্তি পেতে রুপোর চেন বিক্রি করে শেয়ালমারা বিষ কিনে স্বামীকে খাওয়ায়। সমাজ সংসার শান্তবালাকে অপরাধীর চোখে দেখলেও লেখক সেই সব মেয়েদের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন।

মহক্কা বেগম যে তার স্বামীকে কোদালে কুপিয়ে কেটেছিল। এই হত্যার পিছনে ইতিহাস দেখলে দেখবো আরো নারী ধর্ষণের ইতিহাস বারো বছরের সোনাভান যে খেতে ভাতজল নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাবার জন্য। সেই মেয়েকে পশুর কাম নিয়ে ধর্ষণ করেছিল সোনাভানের বাবা। সেই আর্ত আতঙ্কিত মেয়েটির কথা এই হত্যার পেছনে আড়াল হয়ে গেলেও লেখক এই খুনের পিছনের ইতিহাসকে দেখিয়েছেন। এবং সমাজের প্রতি তীব্র কষাঘাত করেছেন। এই সমাজের সর্বস্তরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রয়ে গেছে নানা সামাজিক সমস্যা যার ফলে তার ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ে করতে পারেনি ইতোয়ারি। কারণ সে ছিল ভিন্ন জাতের সামাজিক চোখ রাঙানিতে তার বাবাকে বিয়ে দিতে হয় অন্য পুরুষের সঙ্গে অথচ তার গর্ভে ছিল ভালবাসার মানুষটির সন্তান। তাই শেষ পর্যন্ত সে জেলে আছে, স্বামীর মাথা মসলা ছেঁচার লোহায় ফাটিয়ে। সামাজিক বৈষম্যের কারণে একটি নারী সন্তানসম্ভবা হয়েও সামাজিক বিধিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বৈষম্য পূর্ণ সামাজিক কাঠামোর প্রতি তীব্র কষাঘাত যেমন করেছেন তেমনি লেখকের কাছে মাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল হাসি, ভজাকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন বড় হয়ে উঠেছে। আরো রয়েছে কমলাদি যে সতেরো বছরের বিধবা হয়ে মেজকর্তার বাড়িতে কাজ করত। সেই কমলার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল মেজকর্তার সন্তান অথচ কমলাকে এই মেজকর্তা প্রথমে গ্রাম ছাড়া করে এবং সন্তান জন্মালে সেই সন্তানকে কমলা হত্যা করে। হত্যা করার অপরাধে মেজকর্তা কোর্টে কমলার বিরুদ্ধে সাক্ষী দান করে অর্থাৎ একটা পুরুষ নিজের বৈভবের কারণে দিনের পর দিন একটি মেয়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করে গেছে অথচ কমলার একটি অপরাধ সে আইনের চোখে খুনি হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আইন মেজকর্তার অপরাধ দেখতে পায় না। এই মেজকর্তারা বর্বর পুরুষেরা নিজে কার্যসিদ্ধি করে ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সমাজের নীতি নিয়ম সবই তাদের হস্তক্ষেপে চালিত হয়। তেমনি রয়েছে দরিদ্র ঘরের মেয়ে আনন্দ। স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে কাকাদের বাড়িতে আশ্রিতা মেয়েকে আশ্রয়ের দাম শোধ করতে হয় কাকার বিছানায়। এছাড়া বিবাহের আশ্বাস দেয় আনন্দকে। কিন্তু কাকা বিবাহ করে এক নতুন মেয়েকে এবং তার ফল হয় আনন্দ তার কাকার নতুন বিবাহিতা স্ত্রীকে হত্যা করে। এই প্রতিটি মেয়ে কতটা অত্যাচার নির্যাতন ও লাঞ্ছিত হওয়ার পর সেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে আমরা জানি না। লেখক বলেছেন—

> "সেই অনেক বছর সয়ে পরেও কেউ জানেনা কোনটা উঠের বোঝার শেষ খড় হয়। ঠিক কখন বাঁধটা ভাঙে।"[১৭]

আর যখনই বাঁধটা ভাঙে তখনই এই পচনশীল সমাজের বিরুদ্ধে জন্ম নেয় এক খড়গহস্ত প্রতিবাদ।

কারাজীবনের আসা প্রতিটি নারীর কথা জয়া মিত্র সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িত নারীদের কথা বর্ণনায় লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে কি কারণে তাদেরকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে—

> "কারা তৈরি করে স্বাভাবিক স্বাদ আহ্লাদের সুযোগ নিয়ে এইসব বিকৃত অভাববোধ? এসব রঙিন লোভ দেখানো স্বপ্ন? কেন করে? যাতে সহজলভ্য হয় বাপীদিরা? বাপিদিরা ভাইয়েরা।"[১৮]

বলা যায় সমাজ এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক মেয়েদের এই পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য করে অথচ সমাজের এই মেয়েগুলি যারা মা-বাবার আদরে শৈশব কাটিয়েছে, ভাই-বোনদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত বিছানায় ঘুমিয়েছে কিন্তু এই রঙিন স্বপ্ন দেখানো সমাজ তাদের জীবনে এনে দিয়েছে—

> "অন্ধকার মরণান্তিক ক্লান্তির দিন আর রাক্ষসের দাঁতের মতো বীভৎস্ আলো ঝলমল রাত।"[১৯]

বাপিদি নিজের প্রেমিকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিক্রি হয়ে যায় দেহ ব্যবসায়ীর কাছে। তারা জেলে আসে দুই-তিন দিনের সাজা নিয়ে। জেলার ভাষায় 'পেটিকেসের আসামি'। পুলিশদের কেসের কোটা পুরো না হলে তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। যে সমাজ বা সামাজিক মাধ্যম নারীদের বেশ্যা বানায় সেই সমাজ তাদেরকে আলোর পরিসরে আসতে দেয়না। কারণ ফুলিয়ার পড়াশোনা শেখার স্বপ্ন ছিল কিন্তু তার মা দেহ ব্যবসায়ী তা চিনে নিলে ফুলিয়াকে হেডমাস্টার স্কুলে পড়তে দেয়নি। সমাজ তাদেরকে চিরঅন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। লেখক তেমনি কথা বলেন বেশ্যা ছাবরাদির নিয়ে। যে নিজের মেয়েকে হোস্টেলে পড়ায় দেহব্যবসার মাধ্যমে, নিজের খরচ কমিয়ে মেয়েকে বড় করার স্বপ্ন দেখে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও নারীর মাতৃত্বের লড়াই বড় হয়ে উঠেছে।

কারাপ্রাচীরের মধ্যে পাগলবন্দীদের উপর জেল কর্তিপক্ষের অনিয়ম,পাশবিক আচরণ দুর্নীতির চরমতম দৃষ্টান্ত গুলি লেখক বর্ণনা করেছেন। বহরমপুর প্রেসিডেন্সি জেলের এমন অনেক পাগল বন্ধুর কথায় লেখক গভীর সমবেদনার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমান্তরালে তুলে ধরেছেন। যে আয়তামাঈঙ্গ সন্তান জন্মানোর আগে স্নায়বিক ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছিল। তবুও আয়তামঈঙ্গ-এর সন্তান কেড়ে নিয়ে অমানবিক আচরণ করা হয়। উপন্যাসে রয়েছে—

> "আয়তামাঈয়ের চোখের কোলে ও খোলা পিঠে নীল সবুজ হয়ে রক্ত জমে থাকে। বাচ্চাটা সারারাত্রি কাঁদে। তার নামে বরাদ্দ চিনি মেট্রন ও ওয়ার্ডারের পবিত্র চা সরবতে যুক্ত হয়। মাটির নাম ধরিত্রী তাই সমস্ত রাত্রি মায়ের বুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া দুধ সেলের মেঝেয় জমে থাকে জ্বলে ওঠে না, ফেটে পড়ে না। ধ্বংস করে দেয় না! অসহায় চিৎকারে বিদীর্ন আয়তাঈমাঈঙ্গ চলে যায় লালগোলায় পাগলদের জেলে। কয়েকদিন দুধ চিনি যোগান দিয়ে। দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচ্চাটা মরে যায়।"[২০]

লেখক জেলের এই অমানবিক পরিবেশের প্রতি তীব্র নিন্দা করেছেন। এমনকি জেলেও তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

প্রেসিডেন্সি জেলে পাগল অন্ত:সত্ত্বা মেয়েটিকে রাখা হয় 'সেফ কাস্টডি'তে। এই নামটির উপর লেখক তীব্র নিন্দা করেছেন সেফ কাস্টডির নামে বীভৎসতাকে। একটি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে কিভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং মৃত সন্তান প্রসব করে। তেমনি নিন্দা করেছেন শিখা, সরযূ ও লালমতিদের মত মেটদের। লেখক এদের সম্পর্কে বলেছেন—

> "এরা সবাই ধারণ করেছে সন্তান জেনেছে সেই ভয়ংকর যন্ত্রণার কথা কিন্তু জেলে সবকিছুই এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে কেন? এইজন্য কি যে হীন সেই গুরুত্ব পায় সুন্দরের উপর ভীতুর হাতে অধিকার থাকে সাহসীকে শাস্তি দেওয়ার অযোগ্যতমের হাতে থাকে মর্যাদাকে শাসন করার ক্ষমতা? খুঁজে খুঁজে মানবতার কনা মাত্র বোধহীন লোকদেরই এনে রাখা হয় অসহায় মানুষদের নিপীড়ন করার ক্ষমতার অধিকারী করে?"[২১]

জেলের এই বদ্ধ পচনশীল অমানুষগুলির ওপর তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে লেখকের। লেখক পাগল মালতির কথা বলে, যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বারবার জেলে আসে। জড় বুদ্ধি মালতির জান্তব চেহারার আড়ালে রয়েছে নারীর শরীর তাই তাকে ব্যবহার করে নিতে বাধা হয় না। সামান্য খাবারের লোভ দেখিয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফেলে দেওয়া যায় অথচ সে মাতৃত্বের রসে জারিত মালতির সন্তানের প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণ চোখে জল চলে আসে। মানিক চাঁদ দোকানে বারবার বিরক্ত করায় গায়ে গরম জল ঢেলে দেয়। এবং মানিক চাঁদের মৃত্যু হয়। এই আচরণ সমাজের বিকৃত, অসুস্থ, অমানবিক রূপকে ফুটিয়ে তোলে।

জয়া মিত্র যেমন জেল জীবন কাটিয়ে সেখানে প্রতিটি ঘটনা এবং নারীদের দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন তেমনি কর্মসূত্রে জোৎস্না কর্মকার মেয়েদের হোমগুলির দায়িত্বে ছিলেন। মেয়েদের হোম গুলির কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "কেউ দুঃস্থ, কেউ সম্পূর্ণ অনাথ, কেউ বা আমাদের মত মানুষ, আপনজনদের দ্বারা বিতাড়িত পরিত্যক্ত ধর্ষিত। এই পাপ তো আমাদেরই! মেয়েদের জন্য পৃথিবীটা দিন দিন কঠোরতর হচ্ছে। বাড়ছে নির্যাতিত মেয়েদের সংখ্যা।"[২২]

অর্থাৎ সর্বস্তরে হোম থেকে শুরু করে জেল সমস্ত মেয়েদের বারবার নির্যাতিত হতে হয়েছে এবং তাদেরকে সামান্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ঘাটতি দেখা গিয়েছে। কিন্তু সবাই থেমে থাকেননি। এই ঘাটতির পূরণে, অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ঘটে যাওয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন।

জয়া মিত্র জেল জীবনের ভেতরের প্রতিটি ঘটনা নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি এই উপন্যাসে নিজের কারাবাস যন্ত্রণার কথা খুব কম বলেছেন। প্রত্যেকটি প্রান্তিক নারীর দুঃখ-কষ্টের, নির্যাতনের, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কথা বেশি করে স্থান পেয়েছে। নারীদের অপরাধ করার চেয়ে তার অপরাধ করার ইতিহাসের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। সর্বস্তরের নারীর অধিকারের জন্য তিনি কলম ধরেছেন এবং পচনশীল সমাজের বিভৎসতা লেখককে তাড়িত করেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে কারা প্রাচীরের ভেতরের ইতিহাস আমাদের সকলের অজানা থেকে যায়। সেই অজানা ইতিহাসকে জয়া মিত্র তাঁর মরমী কলমের স্পর্শে প্রস্ফুটিত করেছেন এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

Reference:

১. আচার্য, অনিল, 'সত্তর দশক', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯, ভূমিকা, পৃ. ১১
২. মিত্র, জয়া, 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৩
৩. তদেব পৃ. ৯
৪. ভট্টাচার্য, নবারুণ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প',দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৮,পৃ. ৮১
৫. বসু, সমরেশ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৬১,পৃ. ৬৮
৬. তদেব পৃ.৮৩
৭. মিত্র, জয়া, 'হন্যমান',দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১০০
৮. তদেব পৃ. ১০০
৯. তদেব পৃ. ৯৮
১০. চট্টোপাধ্যায়, মায়া, 'সেই দশকের অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ সেই দশক', প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৯২
১১. মিত্র, জয়া, 'হন্যমান', দে'জপাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৩৫
১২. তদেব পৃ. ২০
১৩. তদেব পৃ. ১৬
১৪. তদেব পৃ. ১০২
১৫. তদেব পৃ. ৩০
১৬. তদেব পৃ. ২১
১৭. তদেব পৃ. ২২
১৮. তদেব পৃ. ১১৯
১৯. তদেব পৃ. ১১৯
২০. তদেব পৃ. ৫০
২১. তদেব পৃ. ১২৬
২২. কর্মকার, জোৎস্না, 'মেয়েদের হোম', গাঙচিল, কলকাতা, বইমেলা ২০২০, পৃ. ৯